প্রথম আলো

তারিখ: 30 MAR 2016
পৃ: ২০ কলাম: ৩

দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা

বাল্যবিবাহ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

দেশে বাল্যবিবাহ ঠেকাতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে এক গবেষণা প্রতিবেদনে। গত সোমবার 'কনটেক্সট অব চাইল্ড ম্যারেজ অ্যান্ড ইটস ইমপ্লিকেশনস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে এটা খুবই ভালো একটি সুপারিশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সায়েন্সেস এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা-বিষয়ক তহবিল (ইউএনএফপিএ) যৌথভাবে এ গবেষণা চালায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাল্যবিবাহের শিকার শিশুদের মধ্যে শিক্ষাবঞ্চিতের সংখ্যা শিক্ষিতদের তিন গুণেরও বেশি। যেসব পরিবারে বাবারা কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাস, সেখানে বাল্যবিবাহের প্রবণতা অর্ধেকের কাছাকাছি। আর কমপক্ষে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো মায়েদের পরিবারে এটি দুই-তৃতীয়াংশ কম। বাল্যবিবাহ বন্ধে শিক্ষার এই প্রভাব বিবেচনায় গবেষকেরা মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছেন।

বাল্যবিবাহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের বেলায় ঘটে। আর এ কারণে এ দেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৫ সালে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোরাম ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় 'বাল্যবিবাহের অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রভাব'-সংক্রান্ত এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে বাংলাদেশের ৭৩ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, আর ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সেই ২৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।

বাল্যবিবাহের কুফলের কোনো শেষ নেই। এর কারণে মেয়েরা পড়ালেখা থেকে ঝরে পড়ছে। অল্প বয়সে মা হচ্ছে। বয়স কম হওয়ার কারণে তারা সন্তান ঠিকভাবে লালনপালন করতে পারে না। পড়ালেখা না করার কারণে শিশুর যত্ন, পুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি, টিকা দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে তারা জানে খুবই কম। ফলে তাদের শিশুরা অপুষ্টিসহ নানা রোগব্যাধিতে ভুগে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই জরুরি। সরকার বাল্যবিবাহ রোধে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন গবেষণা প্রতিবেদনের এই সুপারিশকে সরকার আমলে নেবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।